যুগান্তর
22 MAY 2008

স্থবির প্রশাসন ও অপসারিত ভিস

এইবার আর বিচারপতিদের মতো বঙ্গভবনে চায়ের দাওয়াত দিয়া নহে, বরং স
রাষ্ট্রপতির আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া অপসারণ কর
দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের। গত মঙ্গলবার সরকারি
আদেশবলে জনস্বার্থে অপসারিত হইয়াছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ
মোশাররফ হোসাইন মিঞা, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যা
আবুল খায়ের এবং পটুয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ
লতিফ মাসুম। গত সপ্তাহে অপসারিত হইয়াছেন রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উ
অধ্যাপক এম আলতাফ হোসেন। ইহারও পূর্বে অপসারিত করা হইয়াছে জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ এবং শেরেবাংলা কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুককে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক এরশাদুল বারীও অপসারিত হইয়াছিলেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকা
আমলে মোট সাতজন উপাচার্য অপসারিত হইলেন এই পর্যন্ত। ইতিপূর্বে তাহাদে
মৌখিকভাবে পদত্যাগের অনুরোধ করা হইলেও সম্মত হন নাই। শিক্ষা মন্ত্রণাল
জানা গিয়াছে, শীঘ্রই ঢাকার পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপা
উপাচার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্যকে সরাইয়া দেওয়া হইতে পারে। তাহাদের
ইতিমধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতির রাশি রাশি অভিযোগ জমা পড়িয়াছে প্রধান উপদেষ্টা
কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশনে। অপসারিত সাতজন
উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যা
কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তেও উহার প্রমাণ মিলিয়াছে। অতঃপর দুর্নীতি দমন ক
বিশেষ তদন্ত দল অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া দেখিবে। গত বৎসরের
অনুষ্ঠিত সার্চ কমিটির প্রথম সভায় দুর্নীতিগ্রস্ত উপাচার্যদের অপসারণের সিদ্ধান্ত
হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ প্রায় সর্বস্তরে দলীয়ক
অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার যে বাসা বাঁধিয়াছিল, উহা আমরা বারং
বলিয়াছি। বিশেষ করিয়া বিএনপি-জামায়াত শাসিত চারদলীয় জোট সরকারের
পাঁচ বৎসরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনিয়ম-দুর্নীতি একরকম একা
রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের প্রত্যক্ষ
প্ররোচনায়। কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ছাত্র সংগঠনগুলি
সহযোগী হইয়াছে বটে। ফলে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিবেশ
হইয়াছে বারবার। নিছক দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগস
ভর্তি পর্যন্ত করিতে হইয়াছে সেই সময়ে। দুর্নীতি ও অনিয়মের বেড়াজালে কয়েক
ভর্তিরও সন্ধান মিলিয়াছে। অবৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের বৈধতাদ
নিমিত্ত ঝুড়িভর্তি রাজশাহীর আম লইয়া পর্যন্ত তদবির করিতে আসিয়াছিলেন জ
উপাচার্য ইউজিসির চেয়ারম্যান বরাবর। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যা
উপাচার্য ক্যাম্পাস হইতে বিতাড়নকালে রাতারাতি নিজ আবাসনের বিশ্ববিদ্যালয়
আসবাবপত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন ঢাকায়। এক্ষণে দুর্নীতি দমন কমিশনের
হইবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংঘটিত যাবতীয় অনিয়ম-দুর্নীতির
উদঘাটন। যথাযথ তদন্তপূর্বক অপসারিত ভিসিদের দুর্নীতি প্রমাণিত হইলে দেশে
প্রচলিত আইন মোতাবেক দণ্ডও প্রত্যাশিত বৈকি। বিশেষ করিয়া ওয়ান-ইলেভে
পটপরিবর্তনের পর সর্বমহলে উহাই আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। তবে ইহাও স
বর্তমানে রাজধানীসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে এক রকম ঢিলাঢালা ভাব পরিলক্ষিত হ
একইদিনে যুগান্তরের বরিশাল ব্যুরো সংবাদদাতা প্রতিবেদন পাঠাইয়াছেন : মানু
নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে মাঠপর্যায়ের প্রশাসন। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে
প্রশাসনের সহিত দিন দিনই দূরত্ব বাড়িতেছে সাধারণ মানুষের। অনেক ক্ষেত্রে উ
নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী ভূমি কমিশনারসহ কাহারও কাহারও নানা কর্মকাণ্ড ও
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশসহ বিক্ষোভ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অব
কেবল দক্ষিণাঞ্চলেই নহে, বরং সারাদেশেই বিরাজমান। সত্য বটে, গত দেড় বৎ
রাজনৈতিক শূন্যতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অভাবে একরকম অভিভাবকহীন
হইয়াছে প্রশাসন। সময়ে সময়ে সরকারের জারিকৃত নানা নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত মা
বাস্তবায়ন করিতে গিয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেকাং
সচিব কমিটির সভায় প্রধান উপদেষ্টার লিখিত নির্দেশনামার পরও কাঙ্ক্ষিত গতি
অর্জন করিতে পারে নাই প্রশাসন। সচিবালয়গুলিতে পর্যন্ত জমিয়া উঠিয়াছে ফাইলে
স্তূপ। এমতাবস্থায় প্রশাসনের সর্বস্তরে পুনরায় কর্মচাঞ্চল্য ও গতিশীলতা ফিরাইয়া
আনিতে হইলে উহা ঢালিয়া না সাজাইবার কোন বিকল্প নাই। জানা গিয়াছে, সরক
সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেইরকম চিন্তাভাবনা চলিতেছে। দেশ হইতে দুর্নীতির মূলোৎপাটন
করিয়া সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারের উদ্যোগ
পর্যন্ত সফল হইবে বলিয়া প্রত্যাশিত।